সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ৭৮৪

৭. মন গলানো সুমিষ্ট উপদেশমালা (كِتَابُ الرَّقَائِقِ)

পরিচ্ছেদঃ সূরা মুলক বেশি বেশি পাঠ করার নির্দেশ

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}

আরবী

784 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الجُشمي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ـ ثَلَاثُونَ آيَةً ـ تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغفر لَهُ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: 1])؟ فَأَقَرَّ به أبو أسامة وقال: نعم.

قال أبوحاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا) أَرَادَ بِهِ ثَوَابَ قِرَاءَتِهَا فَأَطْلَقَ الِاسْمَ عَلَى مَا تولَّد مِنْهُ وَهُوَ الثَّوَابُ كَمَا يُطلق اسْمُ السُّورَةِ نَفْسِهَا عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ أبي أسامة أَرَادَ بِهِ ثَوَابَ الْقُرْآنِ وَثَوَابَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ إِذِ الْعَرَبُ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ مَا تَوَلَّدَ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا ذكرناه.

الراوي : أَبُو هُرَيْرَةَ | المحدث : العلامة ناصر الدين الألباني | المصدر : التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 784 | خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ـ

বাংলা

৭৮৪. ইসহাক বিন ইবরাহিম বলেন, আমি উসামাকে বললাম, “ইমাম শু‘বা কি কাতাদা থেকে, তিনি আব্বাস থেকে তিনি আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন? “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই কুর‘আনে একটি সূরা রয়েছে, যাতে ত্রিশটি আয়াত রয়েছে। সূরাটি তার পাঠককে ক্ষমা না করা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকে। সেটি হলো تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (বরকতময় সেই

সত্তা, যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর কর্তৃত্ব।) (সূরা মুলক: ১।)

তখন আবু উসামা স্বীকৃতি দিলেন এবং বললেন, “জ্বী, হ্যাঁ।”[1]

আবু হাতিম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য “সূরাটি তার পাঠকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই সূরা পাঠের সাওয়াব। কাজেই এখানে ‘বিশেষ্য’ কে ব্যবহার করা হয়েছে ‘তার থেকে উদ্ভূত’ জিনিসের ক্ষেত্রে আর সেটি হলো সাওয়াব। যেমনভাবে তার উপর খোদ সূরার নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরুপভাবে আবু উমামার হাদীসে উদ্দেশ্য হলো কুরআন পাঠের সাওয়াব, সূরা বাকারাহ ও আল ইমরান পাঠের সাওয়াব। কেননা আরবরা তাদের ভাষায় ‘কোন জিনিস থেকে উদ্ভূত’ বস্তুর ক্ষেত্রে খোদ ঐ জিনিসের ‘নাম’ ব্যবহার করে থাকেন, যেমনটা আমরা বর্ণনা করলাম।”

ফুটনোট

[1] আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৭১০; ইবনু মাজাহ: ৩৭৮৬; মুসনাদ আহমাদ: ২/২৯৯; তিরমিযী: ২৮৯১; হাকিম: ১/৫৬৫; আবূ দাউদ: ১৪০০।

আল্লামা শুআইব আল আরনাউত রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দিন রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। (সহীহ আবূ দাউদ: ১২৬৫।)

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি বর্ণনাকারীঃ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (রহঃ)
Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=89287

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন